ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 031 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩১ ● কলকাতা ● ১৯ মাঘ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 190

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ তিনি খুব কাছের, আপনার নিজের, আপনার জন্য, আপনার সুবিধা অনুযায়ী, আপনার অনুরূপ, আপনার স্থিতির অনুসারী, আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে, আপনার নিকটে। তিনি আর আপনি আলাদা নন। তাঁকে ছাড়া আপনার কোন অস্তিত্ব নেই। আপনি যাকে 'আমি' বলে বুঝছেন, সেই "আমি" শরীরের অহংকার। **ক্রমশঃ**

২০২৬-এ কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়া

নতুন দিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ এক ভিডিও বার্তায় ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা ঐতিহাসিক। এর মধ্য দিয়ে দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রতিফলিত হয়েছে। মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ এক রেকর্ড গড়েছেন। তিনি পর পর ৯ বার বাজেট পেশ করলেন। শ্রী মোদী বলেছেন, এই বাজেট বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করলো। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলার পাশাপাশি নাগরিকদের স্বপ্ন পূরণও এই বাজেটের মধ্য দিয়ে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এর সারসংক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ আজ সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন।

বিভাগ-ক

মাঘ পূর্ণিমা এবং গুরু রবিদাসের জন্মজয়ন্তীর পূণ্য তিথিতে বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, কর্তব্য ভবনে তৈরি এই প্রথম বাজেট ৩টি কর্তব্যের দ্বারা প্রাণিত:

১. প্রথম কর্তব্য হল উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুস্থিত অর্থনৈতিক বিকাশের গতি বাড়ানো এবং অনিশ্চিত বিশ্ব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন।

২. দ্বিতীয় কর্তব্য হল সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রগতির পথে ভারতের যাত্রায় তাঁদের মজবুত অংশীদার করে নেওয়া।

৩. তৃতীয় কর্তব্য হল, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিটি পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল এবং ক্ষেত্র যাতে সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার নাগাল পায় এবং তাতে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করা।

যুব শক্তি চালিত এই বাজেটে দরিদ্র, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগের উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণের ভারসাম্য বজায় রেখে বিকশিত ভারতের দিকে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বিকাশশীল অর্থনীতি হিসেবে একদিকে যেমন ভারতকে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও মূলধনগত চাহিদার দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে, তেমনি তাকে বিশ্ব বাজারের সঙ্গেও গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হচ্ছে, রপ্তানি বাড়ানোর এবং সুস্থিত দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আকর্ষণের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর সাড়ে ৩০০-রও বেশি সংস্কার করা হয়েছে। এরমধ্যে জিএসটি সরলীকরণ, নতুন শ্রমবিধি, বাধ্যতামূলক মান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশের যৌক্তিকীকরণ প্রভৃতি রয়েছে।

প্রথম কর্তব্যের আওতায় ৬টি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সেগুলি হল

১. ৭টি কৌশলগত ও প্রথম সারির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি

২. ঐতিহ্যবাহী শিল্প ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন

৩. 'চ্যাম্পিয়ন এসএমই' গড়ে তোলা এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা

৪. পরিকাঠামোয় জোর

৫. দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সুরক্ষা ও সুস্থিতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য

৬. শহরে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা

ভারতকে বিশ্বজনীন বায়োফার্মা ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে বায়োফার্মা SHAKTI (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology and Innovation)-এর ঘোষণা, আগামী ৫ বছরের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। ৩টি নতুন National Institutes of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)-কে নিয়ে বায়োফার্মা ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গঠন এবং ৭টি বর্তমান NIPER –এর উন্নয়ন। ১০০০-এরও বেশি অনুমোদিত ইন্ডিয়া ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক গঠন।

রেশম, পশম, পাট, মানুষের তৈরি ফাইবার এবং নতুন যুগের ফাইবারের মতো প্রাকৃতিক ফাইবারে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় ফাইবার প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। ঐতিহ্যবাহী ক্লাস্টারগুলির আধুনিকীকরণের জন্য মেশিনপত্র ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে মূলধনী সহায়তা এবং সাধারণ পরীক্ষা ও শংসা কেন্দ্র গড়ে তুলতে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। মেগা টেক্সটাইল পার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি খাদি, তাঁত ও হস্তশিল্পের উন্নয়নে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগের প্রস্তাব রয়েছে। এর আওতায় বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে, ব্র্যান্ডিং, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা অর্জন, প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা করা হবে।

এমএসএমইগুলিকে বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে বর্ণনা করে অর্থমন্ত্রী এগুলির উন্নয়নে ১০,০০০ কোটি টাকার এসএমই বিকাশ তহবিল গঠনের প্রস্তাব রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী জানান, সরকারি মূলধনী ব্যয় ২০১৪-১৫ সালের ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বহুগুণ বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে আনুমানিক ১১.২ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। তিনি এই ব্যয় ২০২৬-২৭ সালে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

পণ্য পরিবহণের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পূর্বের ডানকুনি থেকে পশ্চিমের সুরাট পর্যন্ত নতুন সুনির্দিষ্ট পণ্য করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। আগামী ৫ বছরের মধ্যে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

শহরগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে শহর ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এজন্য আগামী ৫ বছরে অর্থনৈতিক অঞ্চল পিছু ৫০০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব, সুস্থিত যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে শহরগুলির মধ্যে ৭টি উচ্চগতি সম্পন্ন রেল করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। যে শহরগুলির মধ্যে এইসব করিডর গড়ে উঠবে সেগুলি হল-

১. মুম্বাই-পুণে

২. পুণে-হায়দ্রাবাদ

৩. হায়দ্রাবাদ-বেঙ্গালুরু

৪. হায়দ্রাবাদ-চেন্নাই

৫. চেন্নাই-বেঙ্গালুরু

৬. দিল্লি-বারাণসী

৭. বারাণসী-শিলিগুড়ি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় কর্তব্য হল, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। গত এক দশকে সরকারের ধারাবাহিক প্রয়াসে প্রায় ২৫ কোটি মানুষের দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে বের করে আনা গেছে।

ভারতকে মেডিক্যাল পর্যটন হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রী বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ৫টি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব গড়ে তুলতে রাজ্যগুলিকে সহায়তার জন্য একটি প্রকল্পের প্রস্তাব বাজেটে করেছেন। এই হাবগুলি চিকিৎসা, শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। সেগুলিতে আয়ুষ কেন্দ্রও থাকবে।

পশু চিকিৎসকদের সংখ্যা আরও ২০,০০০-এরও বেশি বাড়াতে পশু চিকিৎসা কলেজ, হাসপাতাল, ল্যাবরেটরি ও প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তুলতে বেসরকারি ক্ষেত্রকে ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ ভিত্তিক মূলধনী ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স- AVGC ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১৫,০০০ মাধ্যমিক স্কুল এবং ৫০০টি কলেজে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিস মুম্বাইয়ের সহায়তায় AVGC কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কেটারিং টেকনোলজিকে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হসপিটালিটিতে উন্নীত করার প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় ১০,০০০ গাইডকে দক্ষ করে তুলতে ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি।

ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে অর্থমন্ত্রী খেলো ইন্ডিয়া মিশন চালু করার প্রস্তাব রেখেছেন।

তৃতীয় কর্তব্য সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এর লক্ষ্য নিয়ে বিকশিত ভারতের পথে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, দিবাঙ্গজনদের ক্ষমতায়ন, মানসিক স্বাস্থ্য ও উদ্বেগের চিকিৎসা এবং পূর্বোদয় রাজ্য ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন।

ভারত-বিস্তার প্রকল্পের আওতায় অর্থমন্ত্রী এমন এক বহুভাষিক এআই সরঞ্জাম তৈরির প্রস্তাব রেখেছেন, যা

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

২০২৬-এ কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়া

উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে ভারতের উদ্যোগকে এই বাজেট সহায়তা করবে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত এখন রিফর্ম এক্সপ্রেসের যাত্রী হয়ে এগিয়ে চলেছে নতুন এক উৎসাহ উদ্দীপনায়। এবারের বাজেট তাতে আরও গতির সঞ্চার করেছে। ছক ভাঙা সংস্কারমুখী এই বাজেট ভারতের সাহসী ও প্রতিভাবান যুবসম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্খাকে আকাশছোঁয়া করে তুলেছে। এই বাজেট অন্যন্য। এখানে আর্থিক ঘাটতি কমানোর ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়াও বিপুল মূলধনী ব্যয় এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করছে এবারে বাজেট।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করবে এই বাজেট। দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকরা দ্রুততম উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেই আর সন্তুষ্ট নন। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে অবিচল। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সংকল্প সেটিই। আস্থাশীল এক গণতান্ত্রিক অংশীদার এবং উন্নতমানের পণ্য সামগ্রী সরবরাহকারী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ভূমিকা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। দেশের যুবসম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এর ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। বাজেটে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি সেই লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

শ্রী মোদী বলেছেন, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারতের মতো উচ্চাকাঙ্খী উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে এবারের বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। বায়োফার্মা শক্তি মিশন, সেমি কন্ডাক্টর মিশন ২.০, বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদন প্রকল্প, বিরল মৃত্তিকা বা রেয়ার আর্থ করিডোর গঠন, উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জাম তৈরির যন্ত্রাংশ উৎপাদনে উৎসাহদান এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠা করার মতো উদীয়মান বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সহায়তার প্রস্তাব এবারের বাজেটে রয়েছে। এর ফলে, দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ হবে। ক্ষুদ্র এবং হস্ত শিল্পের পাশাপাশি অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছোতে সহায়ক হবে। অর্থাৎ লোকাল ফর গ্লোবাল-এর ক্ষমতায়ন হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, জলপথের সম্প্রসারণ, হাইস্পিড রেল করিডোরের মতো প্রকল্পগুলি অন্যতম। এর ফলে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের শহরগুলির উন্নয়ন হবে। মিউনিসিপাল বন্ডকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার মধ্য দিয়ে শহরগুলির আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। এই সমস্ত উদ্যোগগুলি আসলে উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

শ্রী মোদী বলেন, যে কোন রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার নাগরিকরা। সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নাগরিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন তাঁর ভাষণে এবারের বাজেটকে যুবশক্তির বাজেট বলে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সীতারমণের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন, এই বাজেট বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবক, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে সহায়ক করবে। মেডিকেল হাব গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পেশাদার ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে। অডিও ভিজুয়াল ক্ষেত্রে গেমিং, পর্যটন এবং খেলো ইন্ডিয়া মিশনের মতো নানা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটাতে বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে কর ব্যবস্থায় নানা ধরনের ছাড়ের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। দেশের যুব সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এই বাজেট কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। পর্যটন শিল্পের প্রসারে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব এবারের বাজেটে থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উত্তর পূর্ব ভারত এর ফলে উপকৃত হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে সুষম উন্নয়নের ভিত তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ১০ কোটিরও বেশি মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। বাজেটে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন এবং মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে আধুনিক এক ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, প্রত্যেক পরিবারে যাতে সমৃদ্ধি আসে। প্রতিটি জেলায় ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরির উদ্যোগ এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার সুযোগ আরও বেশি করে নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, কৃষি, দুগ্ধ উৎপাদন ও মৎস্য পালনকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই বাজেটে নারকেল, কাজু, কোকো এবং চন্দন কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কৃষকদের সহায়তার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 'ভারত বিস্তার এআই টুল' কৃষকদের নিজ নিজ ভাষায় তথ্য প্রদানে সহায়তা করবে। পশুপালন ও মৎস্য পালনে শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করতে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যাও বাড়বে। এই বাজেটকে উচ্চাকাঙ্খী এবং দেশের চাহিদা পূরণের বাজেট বলে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ এবং তাঁর দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি বাজেট পেশ করা হয়েছে, যেখানে গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি কৃষক এবং দরিদ্র মানুষদের কল্যাণকে সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

এবছরই বাংলা-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট, নির্বাচন কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ল ২৫ শতাংশ

বাংলা-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট। তার আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ নির্বাচন কমিশন। এই আবহে কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের বাজেটে কমিশনের জন্য বরাদ্দ ২৫ শতাংশ বাড়িয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।শুধু কমিশন নয়, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের জন্যও ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই অর্থ ভোটার কার্ড সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে গতবারের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ কমেছে এবার। গতবার আইন মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা। এ সবের পাশাপাশি আরও ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে আইন মন্ত্রককে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের খরচ মেটানোর জন্যই এই অর্থ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বাজেটে।এ বার তা বেড়ে হল ৩৮২.২২ কোটি। বাজেটেই বলা হয়েছে, বরাদ্দ হওয়া ৩৮২.২২ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬৭.৬৯ কোটি টাকা ভোট সংক্রান্ত খরচে ব্যবহার করবে কমিশন। বাকি টাকা ব্যয় হবে বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং অন্যান্য খরচের জন্য।

এবছর বাংলা, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ভোট রয়েছে। পরের বছর উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ভোট। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, কমিশনকে ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি। এ নিয়ে বিতর্কে মধ্যে কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দবৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

মায়ের মহিমা প্রচার ও অনুসন্ধান করে পথ চলা আমার জীবনের শুরু। মায়ের কোন বিকল্প শক্তি হতে পারে না এই ধরাধামে বুকে, মা অনন্ত কাল ধরে বিশ্বের জননী । তিনি ত্রিভুবনের জাগ্রত মাতৃশক্তি, সকলের জন্মদাত্রী তিনি। যুগে যুগে অবতার যিনি জগৎজননী মা সারদা। কখনও তিনি দেবী সরস্বতী বা কখনও মা লক্ষ্মী দেবী রূপে আবির্ভূতা। মা সারদা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। মায়ের কৃপায় পাহাড় সমান বাধাকে দূরীভূত করা যায়। মায়ের কৃপায় সংসারে অভাব দূর হয়ে থাকে। মা সারদা আবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ধারাবাহিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশে অগ্রাধিকার বাজেটে, এই বাজেট যুবশক্তির কথা মাথায় রেখে, বললেন অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচিকে আরও জোরদার করতে ধারাবাহিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন।

এই কাজে কাঠামোগত সংস্কারের গতি বজায় রাখা, মজবুত আর্থিক ক্ষেত্র ও নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

কর্তব্য ভবনে তৈরি হওয়া এই বাজেট যুবশক্তি পরিচালিত বাজেট – বলেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিগত ১২ বছরে আর্থিক সুস্থিতি মজবুত হয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার রয়েছে নিয়ন্ত্রণে। আত্মনির্ভরতার আদর্শ অনুযায়ী সরকার দেশীয় উৎপাদন ক্ষেত্রকে আরও জোরদার করতে চায় বলে তিনি আবারও জানিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে উপযুক্ত সংস্কারের সুবাদেই দেশের বিকাশ হার ৭ শতাংশে হতে পেরেছে বলে অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণেও এই সরকার সাফল্য পেয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

ধারাবাহিক অর্থনীতির বিকাশ নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকার জোর

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"একজটা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট, নীলবর্ণ, দুই হস্তে কর্ত্রি ও কপালধারী। তিনি ভীষণদর্শনা ক্রোধ মূর্তি" (বিনয়তোষ ৬২)।

সৌম্য অথচ নরবাহনা, এরকম ছিলেন অমোঘসিদ্ধিকুলের ধনদ-তারা (বিনয়তোষ ৬৩)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এর সারসংক্ষেপ

কৃষি সংক্রান্ত পোর্টাল এবং আইসিএআর-এর প্যাকেজকে এআই সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও উদ্বেগ নিরসনের অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে রাঁচি ও তেজপুরের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আঞ্চলিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার এবং নিমহান্স ২ স্থাপনের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী দুর্গাপুরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী সুসমন্বিত পূর্ব উপকূলীয় শিল্প করিডর স্থাপন, ৫টি পূর্বোদয় রাজ্যে ৫টি পর্যটন গন্তব্য স্থাপন এবং ৪০০০ ই-বাস চালানোর প্রস্তাব করেছেন। অরুণাচলপ্রদেশ, সিকিম, অসম, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় একটি বুদ্ধ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার প্রস্তাব রেখেছেন তিনি।

আর্থিক সংহতি সাধন

২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত অনুমানে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ ২০২৫-২৬ সালের বাজেট অনুমানের সমান, জিডিপি-র ৪.৪ শতাংশ।

২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমান অনুসারে ঋণ-জিডিপি অনুপাত জিডিপি-র ৫৫.৬%, ২০২৫-২৬-এর সংশোধিত অনুমানে এই হার ছিল ৫৬.১%।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আনুমানিক রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ৪.৩ শতাংশ।

২০২৫-২৬-এর সংশোধিত অনুমান

ঋণ বহির্ভূত জমার সংশোধিত অনুমান ৩৪ লক্ষ কোটি টাকা, এর মধ্যে কেন্দ্রের কর বাবদ নেট আয় ২৬.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

মোট আনুমানিক সংশোধিত ব্যয় ৪৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা, এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

বাজেট অনুমান ২০২৬-২৭

ঋণ বহির্ভূত জমা এবং মোট খরচের অনুমান যথাক্রমে ৩৬.৫ লক্ষ কোটি এবং ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্রের কর বাবদ মোট আয় আনুমানিক ২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

মোট আনুমানিক সংশোধিত ব্যয় ৪৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা, এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

বিভাগ-খ

প্রত্যক্ষ কর:

২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে অনেক নতুন সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এছাড়াও সরলীকৃত আয়কর নিয়ম এবং ফর্মগুলি শীঘ্রই জানানো হবে। সাধারণ নাগরিকরা যাতে সহজে পূরণ করতে পারেন সেজন্য ফর্মগুলি পুনরায় ডিজাইন করা হয়েছে।

টিসিএস হার হ্রাসেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশী ভ্রমণ প্রোগ্রাম প্যাকেজ বর্তমান ৫ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। এলআরএস প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য টিসিএস ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে।

জরিমানা ও শাস্তির যৌক্তিকীকরণ

জরিমানা এবং মামলা-মোকদ্দমা যুক্তিসঙ্গত করার লক্ষ্যে, ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকে একমুখী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একটি অভিন্ন আদেশের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং জরিমানা কার্যক্রম একত্রিত করা হবে। অধিকন্তু, প্রাক-পরিশোধের পরিমাণ ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হবে, যা কেবলমাত্র মূল কর চাহিদার উপর গণনা করা হবে। মামলা-মোকদ্দমা কমাতে, রি-অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরেও করদাতারা অতিরিক্ত ১০% কর দিয়ে তাঁদের রিটার্ন আপডেট করতে পারবেন।

হিসাবপত্রের খাতা ও নথি জমা না দেওয়া, টিডিএস পেমেন্টের ক্ষেত্রে অনিয়মের মতো ছোটখাটো ত্রুটিকে অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। ২০ লক্ষ টাকার কম স্থাবর বিদেশী সম্পত্তির বিবরণ না জানানো হলে, তা ১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে অপরাধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

সমবায়

অর্থমন্ত্রী বলেন যে, দুধ, তৈলবীজ, ফল বা শাকসবজি সরবরাহের ক্ষেত্রে নিয়োজিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির জন্য ইতিমধ্যেই যে ছাড় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে গবাদি পশুর খাদ্য এবং তুলা বীজের সরবরাহকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে আন্তঃ-সমবায় সমিতির লভ্যাংশের জন্য ছাড় পাওয়া যাবে।

ভারতের বিকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে সহায়তা

বাজেটে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষম পরিষেবা, জ্ঞান আউটসোর্সিং পরিষেবা এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষেবাগুলিকে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবার অধীনে একত্রিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার জন্য ১৫.৫ শতাংশ মার্জিন রাখা হয়েছে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। টানা ৫ বছর এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের ডেটা সেন্টার পরিষেবা ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী যেকোনো বিদেশী কোম্পানিকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত করের আওতার বাইরে রাখা হবে।

কোনও অনাবাসী যদি মূলধনী দ্রব্য, সরঞ্জাম বা উপাদান সরবরাহ করেন, তাহলে ৫ বছরের জন্য তাঁকে আয়কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে। যেসব অনাবাসী পূর্বানুমানের ভিত্তিতে কর প্রদান করছেন, তাঁদের ন্যূনতম বিকল্প করের আওতা থেকে বাদ রাখা হবে।

কর প্রশাসন

কর প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাজেটে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের একটি যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই কমিটি ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের বিভিন্ন খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবে।

অন্যান্য কর প্রস্তাব

সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে, ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সকল ধরণের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বাইব্যাককে মূলধনী লাভ হিসাবে ধরে কর ধার্য করা হবে। এর ফলে প্রোমোটারদের অতিরিক্ত বাইব্যাক কর দিতে হবে, যার ফলে কর্পোরেট প্রোমোটারদের জন্য কার্যকর কর ২২ শতাংশ এবং নন-কর্পোরেট প্রোমোটারদের জন্য ৩০ শতাংশ হবে।

শ্রীমতি নির্মলা সীতারমন বলেন যে অ্যালকোহলযুক্ত মদ, স্ক্র্যাপ এবং খনিজ পদার্থের বিক্রেতাদের জন্য টিসিএস হার যুক্তিসঙ্গত করে ২ শতাংশ করা হবে এবং বিড়ির পাতার উপর কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হবে। ফিউচারের উপর এসটিটি বর্তমান ০.০২ শতাংশ থেকে ০.০৫ শতাংশ করা হয়েছে। অপশন প্রিমিয়াম এবং অপশন এক্সারসাইজ এর উপর এসটিটি বর্তমান ০.১ শতাংশ এবং ০.১২৫ শতাংশ থেকে যথাক্রমে ০.১৫ শতাংশ করা হচ্ছে।

পরোক্ষ কর

অর্থমন্ত্রী বলেন, সীমাশুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য হল শুল্ক কাঠামো আরও সরল করা, দেশীয় উৎপাদনকে সমর্থন করা, রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারতকে প্রতিযোগিতাসক্ষম করে তোলা এবং শুল্কের কাঠামো সংশোধন করা।

সীমা শুল্কের যৌক্তিকীকরণ

সামুদ্রিক, চর্মজাত এবং বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, রপ্তানির জন্য সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট উপকরণের শুল্কমুক্ত আমদানির সীমা বর্তমান ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা হবে। চামড়া বা সিন্থেটিক জুতো রপ্তানির জন্য যেসব উপাদান আমদানি করতে হয়, তার ওপর কোনও শুল্ক দিতে হবে না।

জ্বালানি ক্ষেত্রে ব্যাটারির জন্য লিথিয়াম-আয়ন সেল তৈরিতে ব্যবহৃত মূলধনী পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়ের যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা আরও সম্প্রসারিত করা হবে। সোলার গ্লাস উৎপাদনে ব্যবহৃত সোডিয়াম অ্যান্টিমোনেটের আমদানির উপর কোনও শুল্ক দিতে হবে না।

বিরল খনিজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমদানি করা মূলধনী দ্রব্যের ওপর শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

অসামরিক পরিবহণ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত বিমানের যন্ত্রাংশ আমদানির ওপরও শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে।

জীবনযাপন আরও সহজ করার জন্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হচ্ছে। ১৭টি ওষুধের উপর সীমাশুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিরল রোগের তালিকায় আরও ৭টি রোগকে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি আমদানির ওপরও কোনও শুল্ক লাগবে না।

সহজে ব্যবসা করা

সহজে ব্যবসা করার জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ছাড়পত্র দেওয়ার পদ্ধতিকে আরও সহজ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের শেষ থেকে যাবতীয় ছাড়পত্র একটিমাত্র ডিজিটাল উইন্ডোতে পাওয়া যাবে। যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে কোনও বিধিগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেগুলি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হওয়া মাত্রই ছাড়পত্র পাবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে অথবা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরাকে শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। যেসব মাছ ধরা হবে সেগুলি বিদেশের কোনও বন্দরে খালাস হলে তাকে রপ্তানি হিসেবে গণ্য করা হবে।

আজ শুরু মাধ্যমিক, কোন জিনিস সঙ্গে থাকলে পরীক্ষায় বসা যাবে না?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার থেকে অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য এটি জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা। কেউ বইয়ের পাতায় চোখ রাখছে, কেউ আবার মডেল প্রশ্নপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে।পাশাপাশি, নিরাপত্তার স্বার্থে মুঠোফোন বহন কার কঠোরভাবে নিষেধ। কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে ফোনে পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার পরীক্ষা বাতিল হতে পারে।শুধু মোবাইল নয়, স্মার্ট ওয়াচ, ক্যালকুলেটার বা যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র পরীক্ষাকক্ষে নেওয়া যাবে না। পরীক্ষার সময় নকল বা

অসদুপায় অবলম্বন করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত স্থানে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। এই ক্ষেত্রে সামান্য ভুল হলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে, তাই বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। পরীক্ষার ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবে পরিচালনার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন পরিষেবা চালু করেছে।। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমের নম্বরগুলি হল- ০৩৩ ২৩২১ ৩৮১৩, ০৩৩ ২৩৫৯ ২২৭৭ এবং ০৩৩ ২৩৩৭ ২২৮২। এছাড়াও কলকাতা , বর্ধমান , মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পৃথক যোগাযোগ নম্বর দেওয়া হয়েছে । অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি, সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে নির্দিষ্ট নম্বরে।মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হবে এবং চলবে দুপুর ২ টো পর্যন্ত। এবছর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে মোট ৯,৭১,৩৪০ জন পরীক্ষার্থীকে।ফলে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। পরীক্ষার দিন মাথায় শুধু পাঠ্যবই নয়, সঙ্গে রাখতে হবে পর্ষদের জারি করা কড়া নির্দেশিকাও।পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় অবশ্যই আসল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে। এই দুটি নথি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে ভিতরে কোনও অভিভাবককেট প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(৪ পাতার পর)

ধারাবাহিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশে অগ্রাধিকার বাজেটে, এই বাজেট যুবশক্তির কথা মাথায় রেখে, বললেন অর্থমন্ত্রী

দিচ্ছে বলে তিনি জানান। কৌশলগত ক্ষেত্রকে জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের উৎপাদনের বাড়ানো, পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শহর-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে বাজেটে।

ভারতের তরুণ প্রজন্মের স্বার্থে পরিষেবা ক্ষেত্রকেও সরকার আরও জোরদার করতে চায়। শিক্ষাজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশের পথ বিঘ্নহীন করায় একটি স্থায়ী পরামর্শ কমিটি গড়ে তোলার কথা বলেছেন তিনি। ২০৪৭ নাগাদ সারা বিশ্বে পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতের অবদান অন্তত ১০ শতাংশে নিয়ে যেতে চায় সরকার।

সীমান্তের সবুজে মোড়া টোটোপাড়া- প্রকৃতি,সংস্কৃতি ও সম্ভাবনার অনন্য ঠিকানা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তসংলগ্ন টোটোপাড়া প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অপূর্ব মিলনের এক অনন্য উদাহরণ।ডুয়ার্সের সবুজ অরণ্য, পাহাড়ি ঝরনা ও শান্ত পরিবেশে ঘেরা এই অঞ্চল ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের কারণেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এখানকার জনজীবন সরল ও প্রকৃতিনির্ভর। কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ এবং সাম্প্রতিক পর্যটনভিত্তিক ছোট উদ্যোগ বহু পরিবারের আয়ের উৎস।আধুনিকতার প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়লেও ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার ছাপ এখনও স্পষ্ট।টোটোপাড়া মূলত টোটো সম্প্রদায়ের আবাসভূমি-ভারতের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। তাদের নিজস্ব ভাষা,সংস্কৃতি ও রীতিনীতি এই অঞ্চলকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। পাশাপাশি নেপালি,রাজবংশীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে এক বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ। যাতায়াত ব্যবস্থা আগের তুলনায় উন্নত হলেও এখনও সম্পূর্ণ মসৃণ নয়।বর্ষাকালে কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা কাদামাটিতে ভরে ওঠায় চলাচলে সমস্যা হয়।অতিবৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বেড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার ঘটনাও ঘটে।শীত ও বসন্তকালে এখানকার আবহাওয়া মনোরম থাকায় পর্যটকদের আগমন বাড়ে।পরিষ্কার আকাশ,সবুজ বনভূমি ও পাহাড়ি দৃশ্য এই সময়ে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরগতিতে হলেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বাড়ছে,তবে উচ্চশিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এখনও প্রয়োজন।স্বাস্থ্য পরিষেবাও সীমিত, যদিও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিছুটা সহায়তা দিচ্ছে। পরিকল্পিত পর্যটন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন হলে টোটোপাড়ার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরও প্রসারিত হতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করেই এই সীমান্তগ্রাম উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাক-এটাই স্থানীয়দের।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সংসদে আজ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রকে অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য তিনি ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া, অর্থের যোগান অব্যাহত রাখতে এমএসএমই ক্ষেত্রের জন্য ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শ্রীমতী সীতারমন জানিয়েছেন, আইসিএআই, আইসিএসআই, আইসিএমএআই – এর মতো পেশাদারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বল্পমেয়াদী পাঠক্রম চালুর ক্ষেত্রে সরকার সহায়তা করবে। এর লক্ষ্য হ'ল – 'কর্পোরেট মিত্র' তৈরি করা। মূলত, টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিনেমার খবর

'আমি মন থেকে বিবাহিত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিনা দত্ত, কিরণ রাওয়ের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার পর বলিউড অভিনেতা আমির খানের একাকীত্ব নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। মাঝে অভিনেত্রী ফাতিমা সানা শেখের সঙ্গে তার নাম জড়ালেও সেটি গুঞ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নিজের নতুন সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করলেন আমির খান।

প্রেমিকা গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন টিনসেল টাউনের আলোচনার কেন্দ্রে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন ৬০ পেরিয়ে ৬১ বছরে পা রাখা এই অভিনেতা।

গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে আমির বলেন, গৌরী ও আমি দুজনেই এই সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার কথায় স্পষ্ট, এই সম্পর্ক কেবল আবেগের নয়, দায়িত্ব ও বিশ্বাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

আবেগপ্রবণ হয়ে আমির আরও বলেন, আমি মন থেকে ইতোমধ্যেই গৌরীর সঙ্গে বিবাহিত। তবে সামাজিক নিয়মকানুন কিংবা আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানাননি তিনি। আমিরের ভাষায়, বিয়ের মতো যে ধরনের নিয়মকানুন থাকে, সেগুলো সময়মতো আপনাদের জানাব। আমাদের সম্পর্কটা আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে যাক।

জানা গেছে, বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ৪৬ বছর বয়সী গৌরী স্প্রাট পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাবলম্বী। তিনি এক পুত্রসন্তানের জননী। বর্তমানে তিনি মুম্বাইয়ে আমির খানের সঙ্গে একই ছাদের নিচে বসবাস করছেন। দুজনের বয়সের ব্যবধান ১৪ বছর হলেও তাদের সম্পর্কের রসায়নে তা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিয়ারার বিরুদ্ধে বিমানে সহযাত্রীর মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের উদয়পুর থেকে মুম্বই যাচ্ছিলেন বিমানের যাত্রী কার্তিক তিওয়ারি, সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা এবং ভাই। একই বিমানে ছিলেন বলিউডের নায়িকা কিয়ারা এবং অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। সকলের আসন ছিল বিমানের বিজনেস ক্লাসে।

কার্তিক দাবি করেছেন, তাঁর মা ভুলবশত কিয়ারার সংরক্ষিত আসনে বসে পড়েছিলেন। তার পর কিয়ারার আচরণে তিনি ও তাঁর মা বিরক্ত হয়েছেন।

কার্তিক বলেন, 'নিজের আসনে অন্য কেউ বসলে বিরক্তি স্বাভাবিক, তবে কিয়ারার মুখভঙ্গি এবং আচরণ অত্যন্ত খারাপ লেগেছে।' এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় কিয়ারার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নেটিজেনরা ভিডিওটি দেখে মিশ্র মন্তব্য করেছেন, তারকারা বাস্তবে যেভাবে আচরণ করেন তা ভক্তদের ধারণার থেকে ভিন্ন বলে জানান তারা।

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে অক্ষয়-টুইঙ্কল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৯ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৯টার দিকে মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে জুহুর বাসভবনের দিকে ফিরছিলেন এই তারকা দম্পতি। এ সময় তাদের কনভয়ের সামনের দিকে থাকা একটি মার্সেডিজ গাড়িকে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দেয় একটি অটো রিকশা। ধাক্কার ফলে নিরাপত্তাকর্মীদের বহনকারী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়, সৃষ্টি হয় আতঙ্কজনক পরিস্থিতি।

তবে স্বস্তির বিষয় হলো, দুর্ঘটনার সময় অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কল খান্না ওই মার্সেডিজ গাড়িতে ছিলেন না। তারা কনভয়ের পেছনের একটি ইনোভা গাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং পুরোপুরি নিরাপদ রয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দুর্ঘটনায় মার্সেডিজ গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুমড়েমুচড়ে গেছে। একই সঙ্গে অটো রিকশাটির সামনের অংশেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভিডিওগুলো প্রকাশের পর ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়লেও পরে তাদের নিরাপদ থাকার খবর স্বস্তি এনে দেয়

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আহত অটোচালক ও ওই গাড়িতে থাকা এক যাত্রীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত মার্সেডিজ ও অটো রিকশাটি জব্দ করেছে এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কল খান্নাকে নিরাপত্তার মধ্যেই নিজ বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পর অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাওয়ায় তারকা দম্পতির ভক্তরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

কিউয়িদের উড়িয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুতি যে একেবারে নিখুঁত ছন্দেই শেষ করেছে টিম ইন্ডিয়া, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বকাপের আগে শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাপুটে পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৪–১ ব্যবধানে জয় তুলে নিল ভারত। প্রথম তিন ম্যাচেই জয় নিশ্চিত করে আগেভাগে সিরিজ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় সূর্যকুমার যাদবের দল। চতুর্থ ম্যাচে কিউয়িরা ঘুরে দাঁড়ালেও, শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতে সিরিজ শেষ করল ভারত।

তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আয়োজিত শেষ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শুরুটা যদিও আদর্শ হয়নি। ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা দ্রুত ফিরে যান। ৪২ রানের মধ্যেই দুই ওপেনার প্যাভিলিয়নে ফিরলেও, তাতে ব্যাটিংয়ের গতি এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

ইনিংসের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন ঈশান কিষান। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে একের পর এক বড় শট খেলতে থাকেন তিনি, আর তাতেই পুরোপুরি চাপে পড়ে যায় নিউ জিল্যান্ডের বোলিং আক্রমণ। মাত্র ৪৩ বলে ১০৩ রানের বিধ্বংসী শতরান হাঁকান ঈশান। তাঁর ইনিংসে ছিল ৬টি চার এবং ১০টি ছক্কা। ঈশানের এই দুরন্ত ইনিংসের ভর করেই নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২৭১ রানের বিশাল স্কোর।

ঈশানের সঙ্গে সমান তালে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ৩০ বলে ঝোড়ো ৬৩ রান করেন তিনি, যেখানে একাধিক নজরকাড়া শট দর্শকদের মুগ্ধ করে। পরে পাঁচ নম্বরে নেমে হার্দিক পান্ডিয়াও নিজের চেনা আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করেন। ১৭ বলে ৪২ রান করে দলের রানের গতি আরও বাড়িয়ে দেন তিনি। নিউ জিল্যান্ডের হয়ে লকি ফার্গুসন ও কাইল জেমিসন ২টি করে উইকেট পেলেও, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত অসহায় দেখায় কিউয়ি বোলাররা।

২৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় নিউ জিল্যান্ড। তবু শুরুতে ছন্দ হারায়নি তারা। ফিন অ্যালেন ৩৮ বলে ৮০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। রচিন রবীন্দ্র ১৭ বলে ৩০ রান করে তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ১০০ রানের জুটি ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল কিউয়িদের।

তবে সেখান থেকেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ভারতীয় বোলাররা। দুরন্ত বোলিং করে ৫ উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ সিং। অক্ষর প্যাটেল নেন ৩টি উইকেট এবং বরুণ চক্রবর্তী যোগ করেন ১টি। শেষ পর্যন্ত ১৯.৪ ওভারে ২২৫ রানে অলআউট হয়ে যায় নিউ জিল্যান্ড। ফলে ৪৬ রানের জয়ে শেষ ম্যাচের পাশাপাশি সিরিজও নিজেদের নামে লেখে টিম ইন্ডিয়া।

স্কোয়াডে পরিবর্তন এনে দক্ষিণ আফ্রিকার দল ঘোষণা

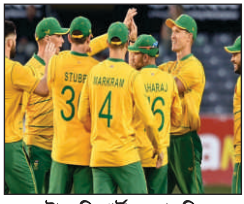

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আগেই দল ঘোষণা করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ইনজুরির কারণে স্কোয়াড পরিবর্তন আনতে হলে তাদের।

ইনজুরির কারণে প্রাথমিক দলে থাকা টনি ডি জর্জি ও ডোনোভান ফেরেইরা আর বিশ্বকাপে যাচ্ছেন না। তাদের বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে রায়ান রিকেলটনকে। একই সঙ্গে দলে থাকছেন ট্রিস্টান স্টাবসও।

২২ জানুয়ারি ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) এই ঘোষণা দিয়েছে। সেই সাথে আগামীতে স্কোয়াডে আরও পরিবর্তন আসতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ইনজুরিতে পড়েছেন ডেভিড মিলারও। গত সোমবার পার্লে এসএ২০-এর ম্যাচ খেলতে গিয়ে কুঁচকিতে চোট পান তিনি।

ইনজুরি শঙ্কায় আছেন লুঙ্গি এনগিডিও। এসএ২০-তে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে কোয়ালিফায়ার ম্যাচে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিপক্ষে বোলিং করার সময় পা ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় মাঠ ছাড়েনএনগিডি। স্কোয়াডে থাকা ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৩৮ বলে অপরাজিত ৭৫ রান করে দলকে ফাইনালে তুললেও আঙুলে চোট পান।

সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিট হয়ে উঠবেন এনগিডি। ব্রেভিসও সময়মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বড় উদ্বেগ মিলারকে ঘিরে। ৩৬ বছর বয়সী এই ব্যাটারের কুঁচকির চোট আগের মতো দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা কম।

মিলারের অনিশ্চয়তা সুযোগ তৈরি করেছে রুবিন হারম্যানের জন্য। ইস্টার্ন কেপের হয়ে আট ইনিংসে ২০৫ রান করা এই ব্যাটার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য বিবেচনায় আছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াড:

এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), করবিন বশ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, কুইন্টন ডি কক, মার্কো জেনসেন, জর্জ লিন্ডে, কেশাভ মহারাজ, কুয়েনা মাফাকা, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিখ নরকিয়া, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, জেসন স্মিথ ও ট্রিস্টান স্টাবস।

রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে ব্রাজিল তরুণকে টানছে বোর্নমাউথ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ভাস্কো দা গামার আক্রমণভাগের তরুণ প্রতিভা রায়ানকে দলে টানতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পথে হাঁটছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব বোর্নমাউথ। ১৯ বছর বয়সী এই রাইট উইঙ্গারকে নিতে প্রায় ৩ কোটি ৬ লাখ পাউন্ডের চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইংলিশ ক্লাবটি।

রায়ানের প্রতি প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ক্লাব আগ্রহ দেখালেও, নিজের ক্যারিয়ার উন্নয়নের জন্য ইংল্যান্ডে খেলতে আগ্রহী এই ব্রাজিলিয়ান তরুণ। ইতোমধ্যে তিনি বোর্নমাউথের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

গত সপ্তাহে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে বোর্নমাউথ ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন ঘানার তারকা উইঙ্গার অ্যান্টনি সেমেনিও। তাঁর বিদায়ের পর আক্রমণভাগের শূন্যতা পূরণে রায়ানকেই সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে দেখছে বোর্নমাউথ।

চুক্তিটি চূড়ান্ত হলে এটি হবে বোর্নমাউথের ইতিহাসে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি। এর আগে ২০২৪ সালে পোর্তো থেকে স্ট্রাইকার এভানিলসনকে দলে টানতে ক্লাবটি খরচ করেছিল ৩ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড।

ভাস্কো দা গামার একাডেমি থেকে উঠে আসা রায়ান ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৩ সালে মূল দলে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ভাস্কোর হয়ে ৯৯ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন তিনি। বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ৩৪ ম্যাচে ১৪।

চলমান গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইতোমধ্যে হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডার এলেক্স টথকে ১ কোটি ৪ লাখ পাউন্ডে দলে ভিড়িয়েছে বোর্নমাউথ। পাশাপাশি লাৎসিওর গোলকিপার ক্রিস্টোস ম্যান্ডাসের সঙ্গেও চুক্তির পথে রয়েছে তারা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR